দৈনিক সংবাদ

026

তারিখ 18 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম 6 ...

শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তির পরও বেতন পাই নাই

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারীসহ আমরা ২০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা বিগত ১৭-৩-৮৭ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলাধীন একটি প্যানেলের মাধ্যমে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হই এবং ১৩-৪-৮৪ তারিখে নিয়োগপত্র পাই, মার স্মারক নং ১২১(২০) নি-এর মোতাবেক ১৬-৪-৮৭ ইং তারিখে স্ব স্ব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে শিক্ষকতার কাজ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সুদীর্ঘ নয়মাস যাবৎ কাজ করিবার পরও আমাদের বেতন ভাতাদি দেওয়া হইতেছে না। এ বিষয়ে উৎর্বতন কর্তৃপক্ষের বার বার সুদৃষ্টি কামনা করা সত্ত্বেও আমাদের বেতন ভাতাদির ব্যবস্থা হইতেছে না। এমতাবস্থায় আমরা নিরীহ দরিদ্র ২০জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিদারুণ অর্থনৈতিক দুরবস্থার ভিতরে দিন কাটাইতেছি। আমরা মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র ও কন্যার মুখে একমুঠো অন্ন বস্ত্র দিতে না পেরেও আমরা শিক্ষকতার কাজ করিয়া যাইতেছি।

অতএব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে প্রার্থনা যে, ২০ জন দরিদ্র শিক্ষক/শিক্ষিকার বেতন ভাতাদি প্রদানের এবং ২০টি পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করিতে অনুরোধ জানাই।

ভুক্তভোগী ২০ জন শিক্ষক শিক্ষিকার পক্ষে--
উত্তম কুমার তালুকদার,
সহ,শি, বদগাও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
নরসিংহপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

যাইতে হয়, যাহার সাথে অত্র এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিপর্যস্ত। ফলে জরুরী চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম যথাসময়ে পৌছে না বলে এলাকাবাসী অনেক দুর্ভোগের শিকার হয়।

এ ব্যাপারে সরকারের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রেক্ষাপটে এলাকাবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে মাদলা বাজারে একটি ডাকঘর স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাইতেছি।

ফজলুর রহমান, যান্ত্রিক প্রকৌশলী
এ,কে খান জুট মিলস লিঃ,
চট্টগ্রাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স (সনাতন) কোর্স প্রসঙ্গে

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবছর অসংখ্য উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী ভিড় করছে, প্রকৌশল কৃষি, মেডিক্যাল এবং সম্মানসূচ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু সেখানে সীমিতসংখ্যক আসন বরাদ্দ থাকায় অনেকে ফিরে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে অনার্স (সম্মান) গ্রহণ করতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধী কলেজগুলো এবং বিশ্ববিদ্যালয় একই সিলেবাস অনুযায়ী কোর্স চালু আছে। কিন্তু কলেজগুলোতে বই পুস্তক, অভিজ্ঞ শিক্ষকরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবার পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনিয়ম চালু রেখে আসছে, যেমন সনাতন কোর্স এবং সেমিষ্টার কোর্স--যা সনাতন কোর্স ছাত্র-ছাত্রীদের অনিশ্চয়তা জীবন নিয়ে পড়াশুনা করতে হয়। আমাদের কলেজগুলোতে অনার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা একবার সম্মুখবর্তী হতে হয়। যেখানে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে পড়াশুনা হয়রানির সৃষ্টি করে। তার ওপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষা খারাপ করলে তাকে পুনরায় ঐ সব বিষয়গুলো পরীক্ষা দিতে হয়। অথচ দেখা যায় ঐ পরীক্ষার্থী মাত্র একটি বা দু'টি কিংবা সামান্য কম নম্বরের জন্য পরীক্ষায় খারাপ করলো।

আমার অনুরোধ কর্তৃপক্ষের কাছে, যাতে আমরা সনাতন কোর্সধারীরা পুনরায় সব পরীক্ষা না দিয়ে যে যে বিষয় খারাপ করা হয় সেই বিষয়ের ওপর পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হোক। যা অন্যান্য ক্যাডারে চালু আছে

গোপাল সাহা, সরকারী বিএম কলেজ, বরিশাল।